পূজোর মানে

সুদীপ্ত দাস

পূজোর কথা বলব কি আর, সময় অত কই?
বলতে গেলে লিখতে হবে হাজার পাতার বই।
আমি না হয় কষ্ট করেই দিলাম লেখা লিখে -
আনতে হবে পাঠক ধরে খুঁজে চারিদিকে!!
পূজোর কথা থাক বা, না হয় অন্য কিছু শোন -
পূজোর সাথে যুক্ত এমন মজার কথা কোন??

ছোটবেলায় পূজো মানে, জামা কাপড় গোনা,
কার যে কটা হল, শুধু সেটাই আলোচনা।
পূজোর আগে সবাই হঠাৎ বড় আপন লোক -
যদিও বা সে কাকার শালীর মেজ মাসিই হোক।
স্কুলে, মাঠে সব সময়ই একটা কথাই হয়,
"এ মা, তোমার মাত্র ছটা, আমার এবার নয়"!!
বাড়িয়ে বলার স্বভাব বোধহয় সেখান থেকেই শেখা -
শেষের দিকে থাকত না তার কোনই সীমা রেখা।।

পূজোর মানে বদলে গেল বয়স বাড়ার সাথে -
পূজো মানে বাইরে থাকা একটু বেশী রাতে।
পূজো মানে একটু ঢিলে নিয়ম কানুন যত,
জমা টাকায় ঝাল মুড়ি বা ফুচ্‌কা খাওয়া কত,
দল বেঁধে সব ঘুরতে যাওয়া মা-বাবাকে ছাড়া,
ভীড়ের মাঝে হারিয়ে গিয়ে ভয় পেয়ে হাত নাড়া,
ঠাকুর কটা হচ্ছে দেখা তাই নিয়ে জল্পানা,
কাদের পূজো বড় এবার - সেই সব আলোচনা।

বয়স যখন বাড়ে আরও, পূজো তখন নেশা -
পূজো তখন মনের খেলা, গোপন ভালোবাসা,
অনেক কথা বলতে চাওয়া, অযূত স্বপ্ন দেখা,
অনেক কথা বলতে চেয়েও অনেক চেপে রাখা।

পূজো মানে বাঁধন ছেড়ে আপন মনে চলা,
পরাণ মেলে হৃদয় ঢেলে শুধুই কথা বলা।
পূজো মানে কয়েক দিনেই কয়েক জীবন বাঁচা -
দুঃখ সুখের হিসেব ভুলে শুধু শুধুই নাচা।

কখন যেন মনে হল, ব্যস্ত চারিধার -
আপন মনে চলার মতন সময় যে নেই আর।
পূজোর কদিন ফুর্তি করা - নিয়ম যেন কোনও -
নিয়ম ভেঙে ফুর্তি করা - হবে কি কখনও?
চারিদিকে ছোটা ছুটি, খেলা শুধু খেলা,
কত না লোক, কত না জন ভরিয়ে আছে মেলা;
ভীড়ের মাঝে আমিও আছি, তবুও বড় একা -
আপন জনের সাথেও যেন "এই ত হল দেখা"!!

কেটে যাবে এমন করেই সময় আরও কিছু,
রাত্রি ধীরে আসবে নীড়ে আমার পিছু পিছু,
প্রতিটা দিন কাটবে যেন অবাক করে দিয়ে,
এই বুঝি বা বিসর্জনের পালা আমায় নিয়ে।
পরের পূজো দেখব কিনা তার কোন নেই ঠিক -
তাই ত আবার নিয়ম ভেঙে বেড়াই চারিদিক,
তাই ত আবার পেছন ফেরা, পূজো আবার নেশা -
পূজো আবার মনের খেলা, গোপন ভালোবাসা।।

~*~